ত্রৈমাসিক

টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.btrc.gov.bd

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

পৃষ্ঠা-০৪
কলড্রপ এ টকটাইম ফেরত

পৃষ্ঠা-০৫
QoS মনিটরিং

পৃষ্ঠা-০৭
প্রয়াত কমিশনার এর আর্থিক সুবিধাদির চেক হস্তান্তর

পৃষ্ঠা-০৮
কবিতার ধ্বনি স্রোতস্বিনী

বিটিআরসি'তে Content Reporting Management System (CRMS) স্থাপন

সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী, জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ, পর্নোগ্রাফি কনটেন্ট, অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা, ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানীমূলক ও উগ্রবাদী কনটেন্টসহ বিভিন্নরকম আপত্তিকর কনটেন্ট অপসারণের জন্য বিটিআরসিতে প্রেরণ করে। প্রাপ্ত কনটেন্টসমূহ আপসারণের জন্য একটি সিস্টেম্যাটিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে বিটিআরসি'র ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক রিপোর্ট করা হয়। প্রায়শঃ একই কনটেন্টের বিষয়ে একাধিক সংস্থা কর্তৃক অপসারণের অনুরোধ জানানো হয় ফলে একই কনটেন্ট অপসারণে ডুপ্লিকেট অনুরোধের সৃষ্টি হয় এতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর অযাচিত কর্মচাপ সৃষ্টি হয় এবং নতুন কনটেন্টের উপর কার্যকারী ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হয়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ, রিপোর্টকৃত কনটেন্টসমূহ সংরক্ষণ এবং কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিটিআরসি'তে Content Reporting Management System (CRMS) স্থাপন করা হয়েছে।

ছবি: Content Reporting Management System (CRMS)

মোবাইল ফোনে কলড্রপ ও গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদানে বিটিআরসি'র নতুন নির্দেশিকা চালু

মোবাইল ফোনে কলড্রপ, কলড্রপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত অপারেটরদের জন্য নতুন নির্দেশিকা চালু করেছে বিটিআরসি। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সোমবার সকালে কমিশনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। (বিস্তারিত-পৃষ্ঠা ০৪)

চিত্র: অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিটিআরসির মাননীয় চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (প্রধান সম্মেলন কক্ষ, বিটিআরসি, রমনা, ঢাকা)

বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) এ সংরক্ষিত তথ্য যাচাই সংক্রান্ত বিষয়ে বিটিআরসি ও অর্থ বিভাগের iBAS++ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) সল্যুশনের সাথে অর্থ বিভাগ হতে বাস্তবায়নাধীন "সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণঃ অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা (পিইএমএস)" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রণীত iBAS++ এর ইন্ট্রিগ্রেশনের জন্য গত ২৪ জুলাই ২০২২ খ্রি. এ একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ এবং অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বেগম নাজমা মোবারক স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। (বিস্তারিত- পৃষ্ঠা ০৪ দেখুন)

প্রধান উপদেষ্টার কথা

টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশ তাঁর অবস্থান ইতোমধ্যে সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছে। বিটিআরসি সরকারের গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এ বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন, সফলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বলিত "ত্রৈমাসিক টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা" প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। টেলিযোগাযোগ খাতের মূল্যবান তথ্যসম্বলিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির প্রকাশনায় যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেসহ বিটিআরসির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একই সাথে আমি আশা করি, উন্নত ও আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যবহার ও প্রসারে এবং সুলভে তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমিশন আরো সচেষ্ট হবে। কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির উর্ধ্বে থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

জয় বাংলা।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বিটিআরসি।

ত্রৈমাসিক
টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

সম্পাদকীয়

অবতারণায় সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে কমিশনের সকল স্তরের কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সুশৃঙ্খল টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামো যেকোন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামকসমূহের একটি। বিটিআরসি বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মহাসড়ক নির্মাণের প্রধান কারিগর। দেশের জনসাধারণের জন্য সুলভে, গ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দেশের টেলিযোগাযোগ সেবাকে গ্রাহকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বিটিআরসি। আর কমিশনের এ বহুমাত্রিক কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ ও সফলতার সংবাদ সাধারণ জনগণসহ দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের নিকট দ্রুত পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনে এখন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ত্রৈমাসিক "টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা"।

টেলিযোগাযোগ তথ্য প্রবাহ সম্বলিত এ ট্যাবলয়েডটিতে কমিশনের ও খাত সংশ্লিষ্ট প্রতি তিন মাসের বিভিন্ন কারিগরি কার্যক্রম, সভা, সেমিনার, চুক্তি সম্পাদন, গোলটেবিল বৈঠক, গুরুত্বপূর্ণ অভিযান, দেশি বিদেশি অতিথিদের কমিশনে আগমনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রতিনিয়ত এ ত্রৈমাসিক প্রকাশনায় নতুনত্ব আসবে যাতে করে গ্রাহক অধিক উপকৃত হতে পারে।

এতে করে খাত সংশ্লিষ্টগণ কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত এ ত্রৈমাসিক প্রকাশনায় নতুনত্ব আসবে যাতে করে গ্রাহক অধিক উপকৃত হতে পারে। কমিশনের সবার সহযোগিতায় এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছি আমরা। তাই আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আশা করছি, ভবিষ্যতেও আগত দিনেও চলার পথে একই রকম সহযোগিতা, পরামর্শ ও ভালোবাসা অনুপ্রেরণা যোগাবে আমাদের।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১ অনুযায়ী উন্নত ও সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটসহ টেলিযোগাযোগ খাত তথা ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নের্তৃত্বে এবং তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর দক্ষ ও সময়োপযোগী পরামর্শে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত বর্তমানে অনন্য উচ্চতায় আসীন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব যাকে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব হিসেবেও ইতোমধ্যে অভিহিত করা হয়েছে। এর ফলে যেসব প্রযুক্তির প্রসার ঘটবে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্প-কারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজের পরিধি বাড়বে। এছাড়া অটোমেশনের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, শিল্প কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবায় বড় পরিবর্তন, বিশেষায়িত পেশার চাহিদা বৃদ্ধি, সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেও বহুমুখী ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশে বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট তথা বিপুল পরিমাণ কর্মক্ষম তরুণ থাকায় আগামী ৩০ বছর উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, আইওটি এক্সপার্ট, রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারের মতো আগামী দিনের চাকুরিগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী হবে তরুণ জনগোষ্ঠী। ফলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ ও কর্মক্ষম মানবসম্পদই হবে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক চালু রাখাসহ অনেকের বাসা-বাড়ি হয়ে উঠেছে বিকল্প কার্যালয়। টেলিযোগাযোগ খাতের সম্প্রসারণ ও ব্যবহার জনসাধারণের নাগালে নিয়ে আসার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু শহরেই নয়, জেলা, উপজেলা সদর ছাড়িয়ে গ্রাম এমনকি প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলেও টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিয়েছে সরকার। ফলে দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলছে মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা। দেশে বর্তমানে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা সাড়ে ১২ কোটির অধিক এবং মোবাইল সিম সংযোগ সংখ্যা ১৮ কোটি ৪৪ লাখ। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর দেশে ফাইভ-জি সেবার পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিশ্বে প্রথম ৫জি নেটওয়ার্ক চালুর মাত্র ০২ (দুই) বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ৫জি প্রযুক্তি নিয়ে আসা হয়েছে, আর এটি শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেশপ্রেম, বলিষ্ঠতা ও দূরদৃষ্টির জন্য। এই ফাইভ-জি প্রযুক্তি ব্যবহার করেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব গড়ে উঠবে। ইন্টারনেট অব থিংস, বিগ ডাটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিকস,ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ক্লাউড ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন ইত্যাদি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উদীয়মান প্রযুক্তির সাথে রয়েছে ৫জি প্রযুক্তির নিবিড় সংশ্লিষ্টতা।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, সরকারি নথি ব্যবস্থাপনাকে করা হয়েছে ডিজিটাল, টোল ফ্রি সেবার মাধ্যমে জনগণ সহজেই পাচ্ছে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পরিষেবা, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, রাইড শেয়ারিং, ই-টিকেটিংসহ প্রায় সকল স্তরের কার্যক্রম চলছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। আশা করা যায়, বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই স্মার্ট প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

মোঃ খলিলুর রহমান
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শিরোনামঃ কলড্রপ হলেই ক্ষতিপূরণ পাবেন গ্রাহক, ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর।

কলড্রপ হলে গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দিতে মোবাইল অপারেটরদের নির্দেশ দিয়েছে বিটিআরসি। এখন থেকে একই অপারেটরে কথা বলার সময় প্রথম কলড্রপ হলেই গ্রাহক ক্ষতিপূরণ পাবেন। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এ নির্দেশনা কার্যকর হবে।

আজ সোমবার রাজধানীর রমনায় বিটিআরসি কার্যালয়ে কলড্রপ ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার অনলাইনে যুক্ত হয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'ক্ষতিপূরণটাই গুরুত্বপূর্ণ না। গ্রাহক যেন নির্বিঘ্ন সেবা পায়, সে উদ্দেশ্যেই এই নির্দেশনা জারি করা হচ্ছে। অপারেটররা যেন সেবার মান বাড়িয়ে ক্ষতিপূরণ থেকে রেহাই পান, বিটিআরসি সেটাই চাচ্ছে।' (সংক্ষেপিত)

সূত্র: প্রথম আলো, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/cz2gyz32tn

নিউজ কর্ণার

শিরোনামঃ জিপি-টেলিটকের আনলিমিটেড ডাটা প্যাকেজ চালু।

দেশের মোবাইল ফোন গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন এবং সরকারি অপারেটর টেলিটকের আনলিমিটেড মেয়াদের চারটি নতুন ডাটা প্যাকেজ চালু করেছে।

গ্রামীণফোনের চালু প্যাকেজগুলো হলো- ১ হাজার ১৯৯ টাকায় ৪০ জিবি এবং ৫৪৯ টাকায় ১৫ জিবি ডাটা। টেলিটকের ১২৭ টাকায় ৬ জিবি এবং ৩০৯ টাকায় ২৬ জিবি ডাটা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।

বিটিআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী গত ২৮ এপ্রিল মোবাইল অপারেটগুলো বাজারে প্রথম আনলিমিটেড মেয়াদের ডাটা প্যাকেজ চালু করে। অন্যান্য অপারেটর পর্যায়ক্রমে নতুন করে আনলিমিটেড মেয়াদের ডাটা প্যাকেজ চালু করবে।

সূত্র: সমকাল, ২১ আগস্ট ২০২২।

https://www.samakal.com/telecom/article/2208127837

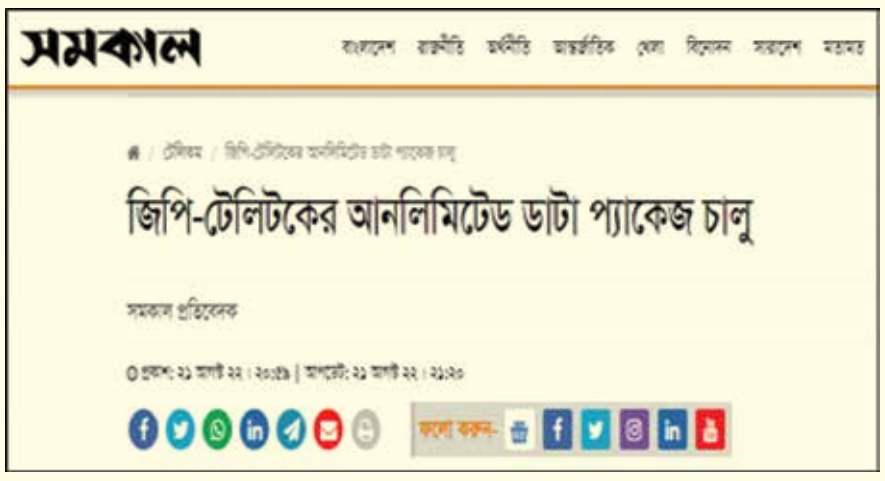

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

সংক্ষেপে

বিটিআরসির ASOCIO পুরস্কার লাভ

গত ২৩/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর "এক দেশ, এক রেট" উদ্যোগটি এনভায়রনমেন্টাল, সোস্যাল এন্ড গভর্নেন্স ক্যাটাগরিতে ASOCIO-২০২২ পুরস্কার অর্জন করে। ASOCIO কমিটির মতে, এই উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে অসামান্য অবদান রাখবে।

ASOCIO
Reimagining the Digital Era

নতুন নতুন প্রযুক্তি স্থাপনে নেতৃত্ব দেয়াসহ এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য এটি একটি চমৎকার উদাহরণ হবে।

বিটিআরসি ও বিসিসি এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) সল্যুশন এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর মধ্যে গত ২৭/০৯/২০২২ খ্রিস্টাব্দে "বায়োমেট্রিক রেজিস্টার্ড মোবাইল ফোন নম্বর যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা" অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(বিস্তারিত-পৃষ্ঠা ০৮)

প্রশাসন বিভাগ

কমিশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১ম কোয়ার্টার অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

কমিশনের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১ম কোয়ার্টার অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২ 'মাসে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' সংক্রান্ত ১ম প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, মহা-পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়।

প্রশাসন বিভাগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- কমিশনের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।
- Tally Software বিষয়ক কর্মশালা।
- কমিশনের আইটি শাখার কাজের অংশ হিসেবে সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের Content Reporting Management System (CRMS) (crms.btrc.gov.bd) ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার এর ক্লাউড সার্ভারে স্থাপন করা হয়েছে। এরই ফলে ব্যবহারকারীগণ নিরবচ্ছিন্ন, সহজ ও নিরাপদভাবে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।
- কমিশনের আইটি শাখার কাজের অংশ হিসেবে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের Revenue Management System (RMS) (rms.btrc.gov.bd) ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার এর ক্লাউড সার্ভারে স্থাপন করা হয়েছে। এরই ফলে ব্যবহারকারীগণ নিরবচ্ছিন্ন, সহজ ও নিরাপদভাবে এই সিস্টেটি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।
- টেলিযোগাযোগ সেক্টরের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে বিটিআরসি হতে একটি তথ্য বহুল স্মরণিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত স্মরণিকাটি মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কমিশনের অকেজো ঘোষিত ০৫ টি মটরযান নিলামে বিক্রয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- ষ্টোর ব্যবস্থাপনা অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ষ্টোর ব্যবস্থাপনা চাহিদা গ্রহণ ও অনুমোদন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এতে করে সময় ও শ্রম অনেকটাই সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।

সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহের সাথে ওয়ার্কশপ ও সভা আয়োজন

TikTok: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টিকটক এর কনটেন্ট রিপোর্টিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এর বিষয়ে গত ০৩ আগষ্ট ২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সভাকক্ষে বিটিআরসির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিটিআরসি, টিকটক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাথে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় টিকটকের কমিউনিটি গাইডলাইন, রিপোর্টিং প্রক্রিয়া, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের তদন্তের জন্য ডাটা প্রাপ্তির প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

Twitter: গত ১১ আগস্ট ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম Zoom এ সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও Twitter এর দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে প্রথমবারের মত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিটিআরসি ও Twitter এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত প্রকাশ করে। এছাড়া সভায় Twitter এর বিভিন্ন রুলস ও পলিসি, কনটেন্ট অপসারণ প্রক্রিয়া, যোগাযোগের জন্য কন্টাক্ট পয়েন্ট, নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন ইত্যাদি।

চিত্র: বিটিআরসি, টিকটক এবং আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

Google (YouTube): গত ১৭ আগস্ট ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম Zoom এ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও গুগল (ইউটিউব) এর দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চেয়ারম্যান মহোদয় ইউটিউবে সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছড়ানো বিভিন্ন ধরণের গুজব সংক্রান্ত কনটেন্ট প্রতিরোধের বিষয়ে ইউটিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, বাংলাদেশের Regulations for digital and social media platform ২০২১ এর বিষয়ে গুগলের মতামত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সাথে গুগলের নতুন কন্টাক্ট পয়েন্ট, কার্যকরী কনটেন্ট অপসারন, একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান, এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

Facebook (META): গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সভাকক্ষে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে মেটা (ফেইসবুক) এর দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সোশ্যাল মিডিয়াতে তথা ফেইসবুকের কনটেন্ট রিপোর্টিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া, কনটেন্ট অপসারণ হার বৃদ্ধির পদ্ধতি, একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান, এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

চিত্র: বিটিআরসি এবং ফেসবুক এর সাথে অনুষ্ঠিত সভা

BIGO: গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম Zoom এ সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও BIGO এর দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের মধ্যে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: বিটিআরসি এবং বিগো এর মধ্যে অনুষ্ঠিত অনালাইন সভা

উক্ত সভায় BIGO এর কনটেন্ট অপসারণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া, BIGO এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশের সাধারণ জনসাধারণ প্রতারণার স্বীকার হওয়ার বিষয়ে BIGO কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বিগো ও লাইকি হতে আপত্তিকর কনটেন্টসমূহ অপসারণের নিমিত্ত ২০২২ সালের আগষ্ট মাসে বিটিআরসি'কে কনটেন্ট রিপোর্টিং প্যানেল প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে বিটিআরসি'র কর্মকর্তাদের ট্রেনিং প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে এই রিপোর্টিং প্যানেল প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (BIGF) ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum আয়োজন

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (BIGF) ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৬-২৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২য় বারের মতো ইন্টারনেট বিশ্বের অংশীজনের অংশগ্রহণে 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum আয়োজিত হয়।

বিগত ২৬ মে, ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বিআইজিএফ চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু এর সভাপতিত্বে শুরু হওয়া 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার মহোদয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার CIRDAP International Conference Centre (CICC), Chameli House, 17 Topkhana Road.-এ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এবারের 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum-এ বিটিআরসি'র বিভিন্ন বিভাগের মোট ২২জন কর্মকর্তাসহ প্রায় ১৮০ (একশত আশি) জন ফেলো অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত আয়োজনে সর্বস্তরের তরুণদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইওটি, ব্লকচেইন, ডাটা মাইনিং ও ডাটা গভর্নেন্স এর মতো এমার্জিং টেকনলোজি ব্যবহার করে গুড গভর্নেন্স, স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে সত্যিকারের স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সেসকল টেকনোলজি নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়।

টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানিসমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণ

টেলিযোগাযোগ স্থাপনার সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং সর্বোপরি নতুন প্রবেশকারীদের ব্যয় হ্রাসের জন্য এপ্রিল ২০১৮ সালে Tower Sharing এর জন্য Regulatory and Licensing Guidelines প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী অদ্যাবধি ৪ টি প্রতিষ্ঠান যথা: ১) ইডটকো লিমিটেড, ২) সামিট টাওয়ার লিমিটেড, ৩) কীর্তনখোলা টাওয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড, ৪) এবি হাইটেক কনসোর্টিয়াম লিমিটেড কে Tower Sharing লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সধারী অপারেটর edotco Bangladesh Ltd. মার্কেট শেয়ার বেশি থাকায় প্রতিষ্ঠানটিকে গত ১৩/০৭/২০২২ তারিখে Significant Market Power (SMP) হিসেবে চিহ্নিত করে কমিশন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও ইডটকো লিঃ এর বক্তব্যে পর্যালোচনা করে গত ২৮/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা পরিচালনাকারী হিসেবে ইডটকো লিমিটেডের প্রতি করণীয় ও বর্জনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোবাইল ফোনে কলড্রপ, কলড্রপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদান সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা

বিটিআরসি গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে মোবাইল ফোনে কলড্রপ, কলড্রপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত অপারেটরদের জন্য নতুন নির্দেশিকা চালু করেছে। কমিশনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মো: খলিলুর রহমান অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। কলড্রপের ক্ষেত্রে টকটাইম ফেরত প্রদান

এবং নতুন নির্দেশিকা সর্ম্পকে বিশদ উপস্থাপনা করেন বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজ। নতুন নির্দেশিকায় সকল মোবাইল অপারেটর অভিন্ন USSD কোডের (*১২১*৭৬৫#) মাধ্যমে একজন গ্রাহক পূর্ববর্তী দিন/সপ্তাহ/মাসিক অন-নেট কলড্রপের পরিমাণ জানতে পারবে যা ০১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. থেকে কার্যকর হবে। অন-নেট কলড্রপের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দৈনিক ১ম ও ২য় কলড্রপের ক্ষেত্রে প্রতি কলড্রপের জন্য ৩টি পালস (৩০ সেকেন্ড) এবং পরবর্তী ৩য় থেকে ৭ম কলড্রপের ক্ষেত্রে প্রতিটি কলড্রপের জন্য ৪টি পালস (৪০ সেকেন্ড) গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদান করবে। কলড্রপের ফলে ফেরতপ্রাপ্ত টকটাইম পরবর্তী দিনের প্রথম কল (০০:০০ ঘন্টা) থেকেই ব্যবহারযোগ্য হবে অর্থাৎ ফেরতপ্রাপ্ত টকটাইমসমূহ সর্ম্পণূরূপে ব্যবহার হওয়ার পূর্বে গ্রাহকের একাউন্ট হতে কল বাবদ কোনো টাকা কর্তন করা যাবেনা। কলড্রপের ফেরত প্রাপ্ত টকটাইম ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ দিন মেয়াদ প্রযোজ্য হবে।

মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে নতুন আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) এবং নিবরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ডাটা প্যাকেজ চালু

দেশের মোবাইল ফোন গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন লিঃ এবং সরকারি মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর মাধ্যমে নতুন আনলিমিটেড মেয়াদের ০৪টি ডাটা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।

গ্রামীণফোন লিঃ এর আনলিমিটেড ডাটা প্যাকেজঃ মাধ্যমে চালুকৃত প্যাকেজগুলো যথাক্রমেঃ ১,১৯৯ টাকায় ৪০ জিবি এবং ৫৪৯ টাকায় ১৫ জিবি ডাটা। এছাড়াও গ্রামীনফোন লিমিটেড ২৩ টাকায় ২ ঘন্টা, ৩৪ টাকায় ৩ ঘন্টা, ৫৮ টাকায় ৩ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত) ১২৮ টাকায় ৭ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত), ৪৯৮ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১.৫ জিবি পর্যন্ত) এবং ৭৪৯ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ৩ জিবি পর্যন্ত) নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট প্যাকেজে চালু করেছে।

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের আনলিমিটেড ডাটা প্যাকেজঃ ১২৭ টাকায় ০৬ জিবি এবং ৩০৯ টাকায় ২৬ জিবি ডাটা প্যাকেজ চালু করেছে পরবর্তীতে, রবি অজিয়াটা লিমিটেড সীমাহীন মেয়াদের প্যাকেজ এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাহীন ডেটা ব্যবহার করতে আগ্রহী গ্রাহকদের জন্য সীমাহীন ভলিউমের প্যাকেজ এনেছে। ১০, ২০ ও ৫০ জিবির সীমাহীন মেয়াদের ডেটা প্যাকেজগুলোর মূল্য যথাক্রমে ৪৪৪, ৭৭৭ এবং ১ হাজার ৪৪৪ টাকা। এছাড়াও, রবি ২৩ টাকায় ২ ঘন্টা এবং ৩৪ টাকায় ৩ ঘণ্টা সীমাহীন ডেটা প্যাকেজ চালু করেছে।

বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেডের আনলিমিটেড ডাটা প্যাকেজঃ ৫৪৭ টাকায় ১৫ জিবি এবং ১১৯৯ টাকায় ৪০ জিবি সীমাহীন মেয়াদের মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ চালু করেছে। বাংলালিংক এর নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট প্যাকেজসমূহ হলো ২২ টাকায় ২ ঘন্টা, ৩৩ তাকায় ৩ ঘন্টা, ৫৪ টাকায় ৩ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত), ৩৮৯ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ১ জিবি পর্যন্ত), ৬১৯ টাকায় ৩০ দিন (দৈনিক সর্বোচ্চ ২ জিবি পর্যন্ত)।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) এ সংরক্ষিত তথ্য যাচাই সংক্রান্ত বিষয়ে বিটিআরসি ও অর্থ বিভাগের iBAS++ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চিত্র : বিটিআরসি ও অর্থ বিভাগের iBAS++ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী অর্থ বিভাগের আওতাধীন স্ট্রেনদেনিং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম টু এনাল সার্ভিস ডেলিভারি (এসপিএফএমএস-SPMFS) প্রোগ্রামের আওতায়ভূক্ত G2P পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপকারভোগীর মোবাইল এ্যাকাউন্টে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সরাসরি অর্থ প্রেরণের জন্য গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে নিবন্ধনকৃত মোবাইল নম্বর যাচাই করতে বিটিআরসি'র সিবিভিএমপির সাথে iBAS++ এর ইন্টিগ্রেশন করা হবে। এছাড়া, iBAS++ এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপকারভোগীর (করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ উপকারভোগী, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন, পেনশনারদের পেনশন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি) মোবাইল এ্যাকাউন্টে EFT এর মাধ্যমে সরাসরি নির্ভুলভাবে অর্থ প্রেরণের জন্য গ্রাহকের এনআইডির সাথে নিবন্ধনকৃত মোবাইল নম্বর যাচাই করা হবে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত IBAS++ এবং CBVMP সিস্টেমের মাঝে টেকনিক্যাল পাটনারশিপ এমন একটি উদ্যোগ যা ফলপ্রসূ হলে তথ্য সমৃদ্ধ একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল সিস্টেম তৈরি হবে।

বিটিআরসি ও বিসিসি এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) সল্যুশন এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর মাঝে গত ২৭/০৯/২০২২ খ্রিস্টাব্দে "বায়োমেট্রিক রেজিস্টার্ড মোবাইল ফোন নম্বর যাচাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা" অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক সাজেদা পারভীন এবং বিসিসি এর পরিচালক তারেক এম. বরকতউল্লাহ (সিএ অপারেশন ও নিরাপত্তা এবং জাতীয় ডাটা সেন্টার) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

চিত্রঃ বিটিআরসি ও বিসিসি এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস বিভাগ

টেলিকম মনিটরিং সিস্টেমের অগ্রগতির উপর উপস্থাপনা ও ডেমনস্ট্রেশন প্রদান।

টেলিযোগাযোগ খাতের নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা ও লাইসেন্সধারী অপারেটরদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসিতে একটি স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল ব্যবস্থা (টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম-TMS) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে TMS ব্যবস্থার সকল হার্ডওয়্যার সেট-আপ, ডাটা সেন্টার ও সার্ভার স্থাপন এবং সফটওয়্যার উন্নয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, TMS ব্যবস্থায় ধারাবাহিকভাবে অপারেটরদের live CDR গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং এর প্রেক্ষিতে, live data এর integration এবং system adjustment এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ২৭-৭-২০২২ এবং ২৯-০৯-২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং মহাপরিচালক মহোদয়গণের উপস্থিতিতে টেলিকম মনিটরিং সিস্টেমের অগ্রগতির উপর উপস্থাপনা ও ডেমনস্ট্রেশন প্রদান করা হয়।

মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কমিশনার ও মহাপরিচালক মহোদয়গণের উপস্থিতিতে TMS ব্যবস্থার প্রদর্শনী সভার খন্ডচিত্র (২৭/০৭/২০২২)।

মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কমিশনার ও মহাপরিচালক মহোদয়গণের উপস্থিতিতে TMS ব্যবস্থার প্রদর্শনী সভার খন্ডচিত্র (২৯/০৯/২০২২)।

QoS (Quality of Service) মনিটরিং, সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয়সমূহ নির্ধারণ এবং কলড্রপের বিষয়টি অধিকতর বিশ্লেষণের জন্য নিয়মিত তদারকি

গ্রাহক চাহিদা পূরণ এবং অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তিকল্পে মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্কের সামগ্রিক মান উন্নতকরণের মাধ্যমে QoS (Quality of Service) মনিটরিং, সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয়সমূহ নির্ধারণ এবং কলড্রপের বিষয়টি অধিকতর বিশ্লেষণের জন্য নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে এতদসংশ্লিষ্ট গঠিত কমিটি সর্বশেষ গত ২১/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কর্তৃক QoS সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচকের দাখিলকৃত তথ্যাদি মোবাইল অপারেটরের সিস্টেম হতে সরেজমিনে পরিদর্শন করা প্রয়োজনীয়তা থাকায় গত ০২/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে নিম্ন ছকে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি পরিদর্শন দল গঠন করা হয়। গঠিত কারিগরি দলটি নিম্ন ছকে উল্লিখিত তারিখে সকল মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের কার্যালয় পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠান সমূহের নিজস্ব মনিটরিং সিস্টেমস ও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম হতে বিস্তারিত উক্ত কারিগরি পরিদর্শন দল সকল মোবাইল অপারেটর হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতঃ সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন গত ১২/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখে দাখিল করেছে।

তারিখ	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের নাম	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী
০৪/০৮/২০২২	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ	▪ প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, কমিশনার (ইএন্ডও) ▪ ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ এহসানুল কবীর, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক (ইএন্ডও) ▪ মোঃ গোলাম রাজ্জাক, পরিচালক (ইএন্ডও) ▪ মাহদী আহমদ, উপ পরিচালক (ইএন্ডও) ▪ ইয়াসমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, (ইএন্ডও) ▪ মোঃ মেহেদী হাসান, সহকারী পরিচালক, (ইএন্ডও)
০৭/০৮/২০২২	গ্রামীণফোন লিঃ	
২৮/০৮/২০২২	রবি আজিয়াটা লিঃ	
৩১/০৮/২০২২	টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	

QoS (Quality of Service) মনিটরিং, সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয়সমূহ নির্ধারণ এবং কলড্রপের বিষয়টি অধিকতর বিশ্লেষণের জন্য নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে গঠিত কমিটির পরিদর্শনের খন্ডচিত্র।

বাংলালিংকের Information system Audit এর চুক্তির আওতায় দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণ সম্পন্নঃ

বিটিআরসি কর্তৃক "বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড"-এর প্রারম্ভিক সময় (১১/১১/১৯৯৬ খ্রিঃ) হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রিঃ সময়কাল পর্যন্ত Information System Audit সম্পাদনের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। বাংলালিংকের Information System Audit এর জন্য নিযুক্ত অডিট ফার্ম ও বিটিআরসি'র মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক অডিট ফার্ম কর্তৃক বিটিআরসি'র কর্মকর্তাগণকে ১০ (দশ) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে গত ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ও ২-৩ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ইতোমধ্যে বিটিআরসি'র এতদসংশ্লিষ্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি সদস্যদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণের প্রথম পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে মসিহ মুহিত হক এন্ড কোঃ কর্তৃক Information System Audit প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্বে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা-তে অংশগ্রহণের জন্য গত ২০ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে একটি আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করে। সে প্রেক্ষিতে কমিটির সকল সদস্যের অংশগ্রহণে গত গত ১৬-১৭ আগস্ট ও ২০-২২ আগস্ট, ২০২২ খ্রিঃ সফলভাবে প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্ব সম্পন্ন হয়েছে।

QoS Benchmarking System এর জন্য ডমেস্টিক ব্যান্ডউইথ ক্রয় সংক্রান্ত বিটিআরসি এবং Link3 এর মধ্যকার চুক্তি সম্পাদনঃ

কোয়ালিটি অব সার্ভিস বেঞ্চমার্কিং সিস্টেমের FTP, Remote Monitoring ও অন্যান্য সার্ভারের জন্য লোকাল/ডমেস্টিক ব্যান্ডউইথ ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত দরদাতা প্রতিষ্ঠান Link3 Technologies Ltd. এর সাথে গত ১১/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ক্রয়চুক্তি অনুযায়ী Link3 Technologies Ltd. প্রতিষ্ঠানটি আগামী দুই বছরের জন্য লোকাল/ডমেস্টিক ব্যান্ডউইথ (০১ জিবিপিএস ডমেস্টিক ব্যান্ডউইথ ও ২০ এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ), আনুষঙ্গিক আইটি যন্ত্রপাতি (রাউটার ও সুইচ) ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করবে।

স্পেকট্রাম বিভাগ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী বিলোনিয়া স্থলবন্দর, ফেনী এলাকায় সার্বক্ষণিক মোবাইল নেটওয়ার্ক সার্ভিস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা ও বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী বিলোনিয়া স্থলবন্দর (মজুমদারহাট বিজিবি চেকপোস্ট, তালুকপাড়া) এলাকায় সার্বক্ষণিক মোবাইল নেটওয়ার্ক সার্ভিস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক গত ২৪ হতে ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালীন হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস Narda IDA-2 হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়, বর্ণিত এলাকায় মোবাইল অপারেটরের কভারেজ ও সিগন্যাল স্ট্রেংথ দুর্বল থাকায় স্থল বন্দরে নিরাপত্তা কার্যক্রমে জড়িত সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশের ইমিগ্রেশন শাখা ও স্থল শুল্ক স্টেশনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের জরুরী মোবাইল যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সাধারণত সীমান্ত এলাকায় বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে বিটিএস এর নুন্যতম টাওয়ারের উচ্চতা, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এলাকা কভার করার মত Antenna Angle, Antenna Tilt করা হয় এবং Transmission Power Output নিশ্চিত ও TA (Time in Advance) Technology এর মান সীমিত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বিলোনিয়া এলাকাটির বৈশিষ্ট্য এমন যে এখানে বাংলাদেশ অংশ অত্যন্ত সরু হয়ে ভারতের সীমানার ভিতরের ঢুকে গিয়েছে, ফলে সীমান্তবর্তী এ এলাকায় সিগন্যাল অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকে।

উক্ত এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজ সীমিত এবং সিগন্যাল দুর্বল থাকায় মোবাইল অপারেটর কর্তৃক Pico cell/Small cell BTS স্থাপনের মাধ্যমে বর্ণিত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ছবিঃ বিলোনিয়া স্থলবন্দর এলাকায় পরিচালিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের সকল মোবাইল অপারেটর ৫-জি সাইট স্থাপন ও ট্রায়াল কার্যক্রম শুরু

বাংলাদেশে ৫-জি সেবার জন্য ২.৩ গিগাহার্জ, ২.৬ গিগাহার্জ ও ৩.৫ গিগাহার্জ ব্যান্ড ৩টি নির্বাচন করা হয়। ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ২.৩ গিগাহার্জ ব্যান্ড হতে ৭০.০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ এবং ২.৬ গিগাহার্জ ব্যান্ড হতে ১২০.০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ নিলামের মধ্য দিয়ে ৪টি মোবাইল অপারেটর এর অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়। তরঙ্গ নিলাম নির্দেশিকা অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে সকল মোবাইল অপারেটর ৫-জি সাইট স্থাপন ও ট্রায়াল কার্যক্রম শুর করেছে। ৫-জি প্রযুক্তির ইকোসিস্টেম ও সেবাসমূহ মূলত ইন্ডাষ্ট্রিয়াল অটোমেশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ৫-জি প্রযুক্তির ইকোসিস্টেম ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সেক্টর নির্বাচন করার বিষয়ে কমিশন হতে তদারকি করা হচ্ছে। ৫জি সেবা সংশ্লিষ্ট সেক্টর নির্বাচন এর পাশাপাশি ৪জি সেবার মান উন্নয়নের পর ২০২৪ সালের মধ্যে ৫-জি সেবা বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে।

ছবিঃ বিটিআরসি এর স্পেকট্রাম বিভাগের সিআইসি কক্ষে ৫-জি -তে VR এক্সপেরিয়েন্স প্রদর্শন।

ট্রায়ালের পরবর্তী বাণিজ্যিক ৫-জি চালুর ক্ষেত্রে সেলুলার মোবাইল সার্ভিস লাইসেন্স/ গাইডলাইন প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রযুক্তিভেদে মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে সময়ে সময়ে জারীকৃত বিভিন্ন লাইসেন্সিং গাইডলাইনসমূহ এবং ৫-জি ও পরবর্তী প্রযুক্তির জন্য প্রযোজ্য চূড়ান্ত ধারাসমূহ সন্নিবেশিত করে প্রস্তুতকৃত প্রযোজ্য একীভূত রেগুলেটরি ও লাইসেন্সিং গাইডলাইনের (Regulatory and Licensing Guidelines for Cellular Mobile Services in Bangladesh) খসড়াটি গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট ইন্ডাষ্ট্রির সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রামীণফোন লিমিটেড এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গে ৫জি মোবাইল নেটওয়ার্ক ট্রায়ালের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নিরসনে রাজশাহী জেলার শহরাঞ্চলে সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

গ্রামীণফোন লিমিটেড কর্তৃক রাজশাহী জেলার শহরাঞ্চলে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গে (২৬০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ড) ৫জি মোবাইল নেটওয়ার্ক ট্রায়ালে তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে অভিযোগ জানানো হলে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী রাজশাহী জেলার শহরাঞ্চলে কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক গত ২৭ হতে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরীবিক্ষনকালীন হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস Narda IDA-2 হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং আগত সিগন্যাল এর ক্রস পয়েন্ট অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত দুটি (০২) টাওয়ার হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তরঙ্গ পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যা গ্রামীণফোন লিমিটেডের ৫জি মোবাইল নেটওয়ার্ক ট্রায়ালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে মর্মে জানা যায়।

ছবিঃ রাজশাহী জেলার বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিচালিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

পরবর্তীতে বর্ণিত এলাকায় ক্রস বর্ডার ইন্টারফেয়ারেন্স সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং ভারতের সকল মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ভারতের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথোরিটি ও ভারতের টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

লিগ্যাল শাখা

কমিশনের লিগ্যাল শাখা কর্তৃক আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাসহ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা এবং কমিশনের নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়ে থাকে। তৎপ্রেক্ষিতে, গত তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) কমিশনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্স বিভাগের লিগ্যাল শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকাশযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও অর্জনের সারসংক্ষেপঃ

১। বিটিআরসি'র দায়েরকৃত তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৫১ (একান্ন) টি, এর মধ্যে বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) কমিশনের তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে ১৬ (ষোল) টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে।

২। কমিশনের পক্ষে/ বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবীগণকে সময় সময়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

৩। কমিশনের লিগ্যাল শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষতঃ অর্থ আদায় সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ, লিখিত জবাব দাখিল (গ্রামীণ ফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ এর অডিট সংক্রান্ত মামলা) এবং অন্যান্য মামলা দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪। OTT (over-the-top) Regulations চূড়ান্ত করতঃ অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

লাইসেন্সিং শাখা

সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স হস্তান্তরঃ

সরকারের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড, সিডিনেট কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং মেটাকোর সাবকম লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বেসরকারী পর্যায়ে ০৩ (তিন) টি সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে অত্র কমিশন হতে সরকারি সংস্থা বিএসসিসিএলসহ সর্বমোট ০৪ টি প্রতিষ্ঠানকে সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স প্রদান করা হলো।

চিত্র: বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়, কমিশনার (এলএল) এবং মহাপরিচালক (এলএল) কর্তৃক (১) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড, (২) সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড (৩) সিডিনেট কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং (৪) মেটাকোর সাবকম লিমিটেড এর নিকট লাইসেন্স হস্তান্তর করা হয়।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর (আইএসপি) সংখ্যা নিরূপণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রনয়ণঃ

বর্তমান সেবার দিক বিবেচনাপূর্বক ইন্টারনেট সেবাকে আরও গ্রাহকবান্ধব করার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে কমিশন হতে গত ১৫-১২-২০২০ তারিখে ''রেগুলেটরি অ্যান্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন ফর ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) ইন বাংলাদেশ'' জারি করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আওতায় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে বর্তমানে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা/থানা এই ০৪ (চার) ক্যাটাগরিতে আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। এ সেক্টরে সীমাহীন লাইসেন্স প্রদানের ফলে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশ ব্যাহত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। কাজেই সারাদেশব্যাপী ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভবিষ্যতে প্রদেয় সম্ভাব্য আইএসপির সংখ্যা নিরূপণের জন্য সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন বিধায় বিদ্যমান আইএসপি লাইসেন্স সংখ্যা, ভৌগোলিক আয়তন, সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সাথে দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাত, শহর-গ্রামীণ জনপদের ব্যবধান, দেশে স্থানীয় পর্যায়ে দেশীয় প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষম অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গত ৩১-০৮-২০২২ তারিখে প্রদত্ত অনুমোদনের ভিত্তিতে কমিশন হতে '' বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর (আইএসপি) সংখ্যা নিরূপণ সংক্রান্ত নীতিমালা '' প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সকল ক্যাটাগরিতে আইএসপি লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

প্রয়াত কমিশনার (স্পেকট্রাম) এ. কে. এম. শহীদুজ্জামান এর অবসরোত্তর সকল আর্থিক সুবিধাদির চেকসমূহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিকট হস্তান্তর

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ দ্বারা সৃষ্ট বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি সরকারের পক্ষে সর্বোচ্চ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আহরণ করে আসছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ কমিশন ২৫০,০২,০৫,৯৯৭.০৩ (দুইশত পঁঞ্চাশ কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার নয়শত সাতানব্বই দশমিক তিন কোটি) টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। বিগত ২১ আগস্ট, ২০২২ ইং তারিখে এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে কমিশনের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়গণের উপস্থিতিতে প্রয়াত কমিশনার (স্পেকট্রাম) জনাব এ.কে.এম. শহীদুজ্জামান এর অবসরোত্তর সকল আর্থিক সুবিধাদির চেকসমূহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

চিত্রঃ প্রয়াত কমিশনার (স্পেকট্রাম) এ.কে.এম. শহীদুজ্জামান এর অবসরোত্তর সকল আর্থিক সুবিধাদির চেকসমূহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিকট হস্তান্তর।

Tally Software ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

কমিশনের অর্থ,হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় হিসাব ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম Tally Software এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি বর্ণিত সফটওয়্যারটি আপগ্রেডেশন করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে অত্র বিভাগের Tally Software ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে অবহিত করার জন্য Tally Software প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এর একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিগত ১৫/০৯/২২ এবং ১৮/০৯/২২ ইং তারিখে ০২ সেশনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও,বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণসহ যাবতীয় নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য ICAB তালিকাভুক্ত অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

দ্রুততার সাথে নির্ভুল নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অডিট ফার্মের প্রতিনিধি এবং বিটিআরসি'র অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। অতি শীঘ্রই নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ বিটিআরসি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

চিত্র ঃ ICAB তালিকাভুক্ত অডিট ফার্ম কর্তৃক চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম।

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

অবৈধ Voice over Internet Protocol (VoIP) কার্যক্রমের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে জব্দকৃত সিমসমূহের বিপরীতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬৫ (৫) অনুযায়ী শুনানীসহ আইনী কার্যক্রম শেষে মোবাইল অপারেটরদের উপর আরোপকৃত পুনঃনির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানার তথ্য

মোবাইল অপারেটরের নাম	শুনানির পর পুনঃনির্ধারিত জরিমানার পরিমাণ
গ্রামীণফোন লিঃ	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা
রবি আজিয়াটা লিঃ	২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ	১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা
টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা

উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে গ্রামীণফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ এবং বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ হতে তাদের উপর আরোপকৃত জরিমানা বাবদ মোট ২,৬৫,০০,০০০/-(দুই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা আদায় করা হয়েছে।

কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত পরিদর্শনের বিবরণ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	পরিদর্শনের সংখ্যা	ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	পরিদর্শনের সংখ্যা
০১	টিভ্যাস (TVAS)	০৩টি	০৪	আইআইজি (IIG)	০৩টি
০২	মোবাইল অপারেটর	০৪টি	০৫	কলসেন্টার (Call-Center)	০১টি
০৩	আইএসপি (ISP)	১৪টি	০৬	আইপিটিএসপি (IPTSP)	০১টি

উল্লেখ্য যে, ০১ জুলাই হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে ISP লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৪,০০০,০০/-(চার লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা ও TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ০২টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৪,৩৪,৮৮০/- (চুয়াত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশত আশি) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়। এছাড়া, উক্ত TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ০২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের রাজস্ব বাবদ ২,৯৭,৩৯,৫১৭/-(দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার পাঁচশত সতের) টাকা পাওনা রয়েছে।

বিটিআরসি'র অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/ওয়াকি-টকি/জ্যামার/বুস্টার/রিপিটার সরবরাহ/বিক্রয় প্রতিহত করার লক্ষ্যে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযান

পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	জব্দকৃত মালামাল	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
১৫টি	মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট-২৪২৫টি ওয়াকি-টকি- ৮৭টি বুস্টার- ০৪টি আউটডোর এবং ইনডোর এন্টেনা- ৩২টি	১৪টি	৩৫ জন

অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট এবং অবৈধ ওয়াকি-টকি সেটের সরবরাহ/বাজারজাত/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

কক্সবাজার জেলার উখিয়া-টেকনাফ থানার রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও তার আশেপাশের এলাকায় অবৈধ টেলিযোগাযোগ সেবার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন ও র‍্যাবের সহায়তায় বিটিআরসি'র অভিযান অবৈধ মোবাইল হ্যান্ডসেট, সিমকার্ড ও ওয়াকিটকি জব্দ

গত ২৭/০৭/২০২২ থেকে ২৮/০৭/২০২২ তারিখ পর্যন্ত দুইদিন ব্যাপী কক্সবাজার জেলার উখিয়া-টেকনাফ থানার রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ টেলিযোগাযোগ সেবার বিরুদ্ধে বিটিআরসি'র এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটের পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে স্থানীয় প্রশাসন ও র‍্যাবের সহযোগিতায় বিটিআরসি'র যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। বিটিআরসি'র অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/ওয়াকিটকি/ অনিবন্ধিত সিমকার্ড এবং অবৈধভাবে টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উখিয়া থানার কুতুপালং বাজার, আলম মার্কেট, বখতিয়ার মার্কেট, উখিয়া বাজার এবং কোর্টবাজার এলাকার চৌধুরী মার্কেটে উক্ত অভিযান অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে অবৈধ ও নকল মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/ওয়াকিটকি/ অনিবন্ধিত সিম বিক্রয়কারী এবং অবৈধ ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৯,৭০,০০০/- (নয় লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা জরিমানা আদায় এবং ১৩৬ টি অবৈধ ও নকল মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট জব্দ করাসহ একটি মামলা দায়ের করা হয়।

নিয়মিত অভিযানের সচিত্র খবর

➢ কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইএন্ডআই কর্তৃক অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/ওয়াকিটকি বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান

➢ অবৈধ ওয়াকি-টকি সেটের বাজারজাত/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযান

নাম : সাইফুল ইসলাম
পদবী : কম্পিউটার অপারেটর
বিভাগ : অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব

বিটিআরসি'র শ্রেষ্ঠ কর্মচারি (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২)

কমিশনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১১-১৬ তম এবং ১৭-২০ তম গ্রেডের কর্মচারিদের "ত্রৈমাসিক কর্মমূল্যায়ন" পর্যালোচনা সাপেক্ষে ০২ (দুই) জনকে সেরা কর্মচারি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের কম্পিউটার অপারেটর জনাব সাইফুল ইসলাম কে (১১-১৬ তম গ্রেড) এবং প্রশাসন বিভাগের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ ইউনুস কে (১৭-২০ তম গ্রেড) জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর সেরা কর্মচারি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

নাম : মোঃ ইউনুস
পদবী : অফিস সহায়ক
বিভাগ : প্রশাসন

টুকরো খবর

চিত্র: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বিটিআরসি পরিদর্শন শেষে তাঁর হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (বিটিআরসি, ঢাকা, ২৭ জুলাই ২০২২)।

চিত্র: বাংলা একাডেমিতে 'স্বনন'র আয়োজনে বিশিষ্ট কবি ও বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের কবিতা নিয়ে 'কবিতার ধ্বনি স্রোতস্বিনী' নামে একটি আবৃত্তি সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি সংগঠন 'স্বনন' এর আয়োজনে এবং ড. চক্রেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। আবৃত্তিশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আবৃত্তিশিল্পী রূপা চক্রবর্তী, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কবি নাসির আহমেদ ও কবি দিলারা হাফিজ প্রমুখ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২৯ জুলাই ২০২২)।

চিত্র: বিটিআরসি'র কর্মচারি জনাব মোঃ হবিকুল ইসলাম কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (চেয়ারম্যান মহোদয়ের অফিস কক্ষ, বিটিআরসি, ঢাকা, ১০ অগাস্ট ২০২২)।

চিত্র: টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে বেসরকারি টেলিভিশন "আরটিভি"-তে এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্র (বিটিআরসি, ঢাকা, ২৫ অগাস্ট ২০২২)।

চিত্র: স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বিটিআরসি'র পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় (ধানমন্ডি-৩২, ১৫ অগাস্ট ২০২২)।

চিত্র: ঢাকার আগারগাঁওস্থ' প্রশাসনিক এলাকায় বিটিআরসি'র নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শণ করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ও বিটিআরসি'র প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (ঢাকা, ০৬ জুলাই ২০২২)।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনায় : জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ, সচিব, বিটিআরসি
সহ-সম্পাদনা : জনাব মোঃ জাকির হোসেন খাঁন, উপ-পরিচালক, বিটিআরসি
আলোকচিত্র ও ডিজাইন : জনাব এমরান হোসেন গাজী, আলোকচিত্রী, বিটিআরসি
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা : জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।
উপদেষ্টামন্ডলী : জনাব সুব্রত রায় মৈত্র, ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি।
প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, কমিশনার, বিটিআরসি।
জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, কমিশনার, বিটিআরসি।